Raja N.L. Khan Women's College (Autonomous)
Sub.: Bengali, Paper- CC8, Sem.- 4th
Teacher : Dr. Bipul Kr. Mandal

বিশশতকের বাংলা নাটক : বাদল সরকার

বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধের নাট্যচর্চার ধারায় অগ্রগামী নাট্যকার হিসেবে বাদল সরকার সুপরিচিত। বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যচর্চার জগতে বাদল সরকারের নাম বিশেষভাবে সমাদৃত। বাদল সরকারে প্রকৃত নাম সুধীন্দ্র সরকার। ১৫ জুলাই ১৯২৫, বাদল সরকারের জন্ম। ব্যক্তিজীবনে এক ইঞ্জিনিয়ার বাদল বাবু কর্মজীবনে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন, এই সূত্রে বিবিধ নাট্যকলা, থিয়েটার ভাবনার সঙ্গে তিনি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি নাটক পড়তে ভালোবাসতেন। নিজেই জানিয়েছেন, "রবিবার দুপুর-টুপুরে কোনো একটা বাঙলা নাটক নিয়ে একাই সব ভূমিকায় অবতীর্ন হতাম খাটে বসে বসেই।" ছোটবেলা থেকে ক্রমিক চরিত্রের প্রতি তার আকর্ষণ বেশি ছিল। শুধু তাই নয়, রেডিয়ো নাটকের তিনি ছিলেন একগুনগ্রাহী স্রোতা। বাদল সরকারের প্রথম প্রকাশিত নাটক 'সলিউশন এক্স' (পত্রিকায় ১৯৫৭)। এটি রচিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে। তবে, এটি মৌলিক নাটক নয়। ১৯৫৯ সালে লণ্ডন থেকে দেশে ফিরে রচনা করেন 'বড়োপিসীমা'। অল্পদিনের মধ্যে তিনি 'চক্র' নামে নিজে একটি নাট্যদল গড়ে তোলেন। এরপরেই তিনি রচনা করেছেন 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটক। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৭ সালে গড়ে তোলেন 'শতাব্দী' নাট্যদল। নাটক রচনা ও অভিনয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত করেছেন মঞ্চভাবনায়। বাংলা নাট্য জগতে প্রসেনিয়াম ভাবনা ছেড়ে থার্ড থিয়েটারের ভাবনা নিয়ে এসেছিলেন বাদলবাবু। অঙ্গনমঞ্চ, মুক্তমঞ্চ–এসবই বাদল সরকারে থিয়েটারি ভাবনার ফসল। সারাজীবন থিয়েটারে ব্যস্ত থেকেছেন, নাটক রচনা করেছেন, প্রৌঢ় বয়সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'তুলনামূলক ভাষা ও সাহিত্যে' স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন, নাট্যদল নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন, নাটকের ওয়ার্কশপ করেছেন, এমনকি ভালোভাবে নাটক করবার প্রয়াসে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি জীবনে অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন– ১৯৬৮ সালে সঙ্গীত নাটক একাদেমী পুরস্কার, ১৯৭১-৭৩ সালে জহরলাল নেহরু ফেলোশিপ, ১৯৭২ সালে ভারত সরকারে পদ্মশ্রী–এরকম অসংখ্য পুরস্কার বা সম্মাননা তিনি জীবনভর পেয়েছেন। বাংলা নাটক বাদল সরকারের কাছে নানানভাবে কৃতজ্ঞ।

* * *

বাদল সরকারে নাট্যজীবনকে দু'টি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি প্রসেনিয়াম পর্ব, দ্বিতীয়টি থার্ড থিয়েটার (Third Theatre) পর্ব। প্রথম পর্বের কালসীমা ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত। এই পর্বের প্রথম নাটক 'সলিউশন এক্স' (রচিত-১৯৫৬) এবং শেষ নাটক 'পাগলা ঘোড়া' (রচিত-১৯৬৭)। থার্ড থিয়েটার পর্ব শুরু হয়েছে 'সার্কাস' (১৯৭০) এবং শেষ হয়েছে 'নদীতে' (২০০২)। প্রথম পর্বে তিনি কয়েকটি কমেডি ধর্মী নাটক লিখেছেন– 'কবিকাহিনী', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'বাঘ' ও 'প্রলাপ'। এগুলি নির্মল হাসির নাটক। 'কবিকাহিনী'র ভূমিকায় এই নির্মল হাসি প্রসঙ্গে বাদল সরকার বলেছেন– "আমরা বাঙালিরা কাঁদতে ভালোবাসি আর হাসতে লজ্জা পাই, একথাটাও আমার মানতে ইচ্ছা করে না। ... জটিলতম সমস্যাও হাসির মাধ্যমে উপস্থিত করে হেসে তার মোকাবিলা করতে পারি। তাই হাসির দাম আমার কাছে কম নয়।" পরবর্তী সময়ে তিনি অ্যাবসার্ড নাট্যচিন্তায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। বিশ্বসংসারে মানুষ অনেক কিছুই যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না; যুদ্ধ বিধ্বস্ত ফ্রান্স যেমন বুঝে উঠতে পারলো না কেন তাদের পরাজয় ঘটল। এই বেদনামথিত জিজ্ঞাসা থেকেই 'অ্যাবসার্ড' দর্শন চলে আসে মানুষের জীবনে ও সাহিত্যে। বিখ্যাত ফরাসী লেখক অ্যালব্যের ক্যামু রচনা করেন 'দি মিথ অফ সি সি ফাস'। ক্যামু দেখালেন বেঁচে থাকার অনুভূতিই একমাত্র সত্য, বাকি সব

মিথ্যে; সংগ্রাম ও জীবন একে অপরের পরিপূরক। এর পরেই পাশ্চাত্য দেশে অ্যাবসার্ড নাটক রচিত হতে শুরু করে। আমাদের ভাষায় অ্যাবসার্ড নাটক রচনার প্রতিকৃৎ হলেন বাদল সরকার। তাঁর 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'বাকি ইতিহাস', 'সারারাত্তির' প্রভৃতি অ্যাবসার্ড নাটক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও।

বাদল সরকারের পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি হলো– 'বড়োপিসীমা', 'রাম শ্যাম যদু', 'সমাবৃত্ত', 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'সারারাত্তির', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'কবিকাহিনী', 'বাকি ইতিহাস', 'বাঘ', 'পরে কোনোদিন', 'যদি আর একবার', 'প্রলাপ', 'ত্রিংশ শতাব্দী', 'বিবর', 'পাগলা ঘোড়া', 'সার্কাস', 'সাগিনা মাহাতো', 'আবু হোসেন', 'স্পার্টাকুস', 'সুটকেস', 'বীজ', 'মিছিল', 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী', 'নাট্যকারের সন্ধানে তিনটি চরিত্র', 'রূপকথার কেলেঙ্কারী', 'ভোমা', 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস', 'হট্টমালার ওপারে', 'গণ্ডী', 'বাসি খবর' এবং 'উদ্যোগপর্ব' ইত্যাদি। বাদল সরকারের স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটকগুলি হলো– 'সলিউশন এক্স' ও 'শনিবার'।

* * *

'সলিউশন এক্স' স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটকটি ১৯৫৭ সালে 'খাপছাড়া' পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৯৬১ সালে 'চক্র' নাট্যগোষ্ঠী এটি প্রথম অভিনয় করে। নাটকের ভূমিকায় বাদল সরকার বলেছেন– "একটি বিদেশী চলচ্চিত্র দেখিয়া ঝোঁকের মাথায় সলিউশন এক্স লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। ছবিটি দেখিয়াছি মাত্র একবার, তদুপরি সাহেব মেমের ইংরাজি,– যতটা টুকিবার বাসনা ছিল, হইয়া উঠে নাই। ফলে খোল নলিচা বদলাইয়া গিয়াছে।"– এই কথার সূত্রে বলা যায় 'খোল নলিচা' বদলে আসলে নাটকটি বাদলবাবুর নিজস্ব সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। কোন অঙ্ক বিভাজন নেই, চারটি দৃশ্যে নাটকটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে। নাটকের নায়ক চরিত্র ড. শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত একজন বিজ্ঞানী। ড. শম্ভুনাথ তাঁর গবেষণাগারে একটি সলিউশান প্রায় তৈরী করে ফেলেছেন সেটা খেলে মানুষের বার্দ্ধক্য বা মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে। এই গবেষণা ও তার পরিনাম দেখানো হয়েছে নাটকে। ড. শম্ভুনাথ ও তাঁর স্ত্রী অনিমা এই সলিউশন খেয়ে হাস্যকর আচরণ করেছে এবং সামগ্রিক ভাবে হাসির মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 'শনিবার' স্বল্পদৈর্ঘ্যের মৌলিক নাটক। তবে কোনো কোনো পাঠক জেম্‌স থারবারের 'The Secret of Water Mitty' গল্পের উপর ভিত্তি করে 'শনিবার' নাটকটি গড়ে উঠেছে মনে করেন, তবে বাদল বাবু নিজেই জানিয়েছেন, "ও গল্পটি আমি তখনও পড়িনি।" 'শনিবার' নাটকে কোনো অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজন নেই। নাটকের নায়ক দিব্যেন্দু তিরিশোর্ধ যুবক, সাধারণ অফিস চাকুরে; সবসময় চিন্তাগ্রস্ত। এই নাটকে দিব্যেন্দুর আশা ও আশাহীনতার দ্বন্দ্বকে নাট্যকার বাস্তবসম্মতভাবে রূপদানের চেষ্টা করেছেন। 'সলিউশন এক্স' এবং 'শনিবার' দু'টি নাটক-ই স্বল্প পরিসরে শিল্প সার্থকতা লাভ করেছে।

* * *

'বড়ো পিসীমা' নাটকটি ১৯৫৯ সালে রচিত, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ সালে এ.বি.টি.এ. হল– এ প্রথম অভিনীত এবং ১৯৬১ সালে প্রকাশিত। 'বড়ো পিসীমা' সম্বন্ধে নাট্যকার এক সময় বলেছেন, "বড়ো পিসীমার মতো নাটক আমি আর লিখতে পারবো না। হাসবার ক্ষমতা চলে যাচ্ছে আমার।" 'বড়ো পিসীমা' নাটকে হাসির মোড়কে ভিন্নভাবে জীবনকে দেখবার প্রয়াস রয়েছে নাট্যকারের। বড়ো পিসীমার হৃদয় পরিবর্তনের কারণটা আমাদের অনুমানের বাইরে হলেও হৃদয়ের যে পরিবর্তন ঘটেছে–এটা ভেবেই আমরা সুখী এবং খুশি। এককথায় 'বড়োপিসীমা' বাদল বাবুর 'জমাটি' নাটক। 'রাম শ্যাম যদু' হলিউডের ছবি 'We're No Angels' অনুসরণে রচিত। 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'The Ghost Goes West' নামের হলিউড ছবির অনুকরণে লেখা, 'সমাবৃত্ত' নাটকটি লেখিকা দাফ্‌নে দ মোরিয়ের এর আখ্যান যার ইংরেজি নাম 'The Scapegoat'-এর আদলে রচিত। যদিও এই নাটকগুলির খোল-নলচে বাদলবাবু নিজের মতো নির্মাণ করেছেন।

বাদল বাবুর অনন্য সৃষ্টি, তাঁর খ্যাতি অখ্যাতির মূল কেন্দ্রবিন্দু 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটি। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ১৯৬৩ সালে কোলকাতায় রচিত, ১৯৬৫ সালে 'বহুরূপী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ তে শৌভনিক নাট্যগোষ্ঠী প্রথম এই নাটক অভিনয় করে মুক্তাঙ্গন মঞ্চে। কেবল বাংলা ভাষা নয়, হিন্দী, গুজরাটি, মারাঠি, কন্নড়, তামিল প্রভৃতি ভাষায় এই নাটক অনূদিত এবং অভিনীত হয়েছে। নাটকটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ ও অভিনয় পরিচালনা

করেছেন এ যুগের খ্যাতনামা নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রী গিরীশ কারনাড। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' প্রথাবদ্ধ বাংলা নাটকের সমগোত্রীয় নয়, নাটকে কোনো দৃশ্য বিভাজন নেই – তিনটি অঙ্কে নাটকটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

অমল-বিমল-কমল-মাসিমা-মানসী এবং ইন্দ্রজিৎকে অবলম্বন করেই এই নাটক গড়ে উঠেছে। এই নাটকের কাহিনী বিন্যাসে বা চরিত্র নির্মানে আমরা অভিনব এক নাট্যরীতি লক্ষ্য করে থাকি। এই অ-জানা নাট্যধারাই আমাদের কাছে 'অ্যাবসার্ড' নাট্যরীতি নামে পরিচিতি পেয়েছে। আমাদের লব্ধ অভিজ্ঞতা নায়ক ইন্দ্রজিৎ-এর সঙ্গে মেলে না। কমল কুমার আসলে ইন্দ্রজিৎ রায়, সে নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চায়, কারণ, সে নিয়মের বাইরে যেতে চায় না।" তার জন্ম, শিক্ষা, কর্মস্থান ও বিবাহ সবই কোলকাতায়। তার মৃত্যু হয়েছে কিনা জানা নেই। সে জানে না তার বয়স কতো, সে বলে– "এক-শো। দু-শো। জানি না কত। ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের হিসেবে পঁয়ত্রিশ।" এই ইন্দ্রজিতের সঙ্গে সাধারণের হিসেব মেলে না। সে লড়াই করতে চায়, "দুনিয়ার সঙ্গে। চারিপাশের লোকগুলোর সঙ্গে। তোমাদের ওই যাকে সমাজ বলো– সেইটার সঙ্গে। তার ব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে।" এইভাবে সে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচ্চারণ করতে চায়। ইন্দ্রজিৎ মনে করে, মানুষ মাত্রেই দেবরাজ জুপিটারের অভিশাপগ্রস্ত সিসিফাসের প্রেতাত্মা। সেই প্রেতাত্মা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই ঠেলে পাহাড়ের চুড়োয় তোলে। সেই পাথর পড়ে যায়, প্রেতাত্মা আবার পাথর ঠেলে টেনে তোলে, আবার পড়ে যায়। এটাই যেন মানুষের চিরন্তন সীমাবদ্ধতা। লেখককে তাই বলতে শোনা যায়, "তবু বাঁচতে হবে। তবু চলতে হবে। আমাদের তীর্থ নেই, শুধু যাত্রা আছে। তীর্থ যাত্রা।" এভাবেই অ্যাবসার্ড দর্শন নাটকের পরতে পরতে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই অ্যাবসার্ড দর্শন প্রকাশে নাট্যসংলাপ, সঙ্গীত ও কবিতার ব্যবহার সার্থক হয়েছে।

বাদল সরকারের অন্যতম অ্যাবসার্ড নাটক 'বাকি ইতিহাস'। তিনটি অঙ্কে নাটকটি সম্পূর্ণ হয়েছে। নাটকের প্রধান চরিত্র মূলত তিনটি – বাসন্তী, শরদিন্দু এবং বাসুদেব। নাটকে আরো কয়েকটি কল্পিত চরিত্র রয়েছে তাদের মধ্যে সীতানাথ চক্রবর্তী, সীতনাথ, কণা ও নিখিল অন্যতম। তবে পার্বতী বা গৌরী অসাধারণ ব্যঞ্জনায় প্রতিভাত হয়েছে। সীতানাথের পার্বতী এবং গৌরী একাকার; একজন অতীত একজন বর্তমান। নাটকে নাট্যকার দেখিয়েছেন ইতিহাসের বাইরেও ইতিহাস রয়েছে– সেটাই 'বাকি ইতিহাস'। চম্বল গড়ে পার্বতীকে চড় মারতে পেরেছে সীতানাথ কিন্তু পালিয়ে আসতে পারেনি। সীতানাথের জীবনে পার্বতী যেন দ্বিতীয়বার ফিরে এসেছে গৌরী হয়ে। সীতানাথ গৌরীর থেকে দূরে থাকতে পারে না। সীতানাথ তাই গৌরীকে বাঁচানোর জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আসলে যে জীবনকে আমরা দেখি সেটা জীবন নয়, জীবনের অংশ; বাকিটা ইতিহাস। তাই সীতানাথের কাছে যা মানুষের ইতিহাস। শরদিন্দুর কাছে তাই মৃত্যুর ইতিহাস। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও আমরা যে ইতিহাস দেখি তাও ইতিহাসের অংশ। বাকিটা 'বাকি ইতিহাস'। দাঙ্গার ইতিহাস, মহাযুদ্ধের ইতিহাস, নেপোলিয়ন হিটলারের ইতিহাস, জালিয়ানওয়ালাবাগের দেওয়ালের ইতিহাস– এ সব কিছুই 'বাকি ইতিহাস'। আসলে শরদিন্দু বা সীতানাথরা জানে তাদের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব একাকার হয়ে গিয়েছে। এভাবেই জীবনের গভীরে গিয়ে বাদল সরকার জীবনকে দেখেছেন, যা অ্যাবসার্ড পরিভাষা গ্রহণে সার্থক হয়েছে।

'সারারাত্তির' বাদল সরকারের অপর উল্লেখযোগ্য অ্যাবসার্ডধর্মী, নাটক। নাটকে তিনটি মাত্র চরিত্র – স্ত্রী, পুরুষ এবং বৃদ্ধ। এই নাটক প্রসঙ্গে নাট্যকার বলেছেন, " এইটুকু বলতে পারি– এটাও এবং ইন্দ্রজিৎ-এর মতো আমার।" এই নাটকে তিনি পূর্ববর্তী কমেডি নাটকগুলির মতো হাসবার সুযোগ রাখেননি। তবে, খুববেশি পরীক্ষা-নীরিক্ষায়ও যাননি নাট্যকার। কাব্যময় সংলাপে তিনটি চরিত্রের মধ্যে একটি টেনশন তৈরী করে নায়িকাকে প্রবল আত্মসমীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন বাদল বাবু। রঞ্জনের অতীত বর্তমান কীভাবে ধরা দেয় তা-ই নাটকে প্রাধান্য পেয়েচে, বৃদ্ধ রঞ্জন প্রসঙ্গে বলেছে, " ... তাকে চিনি। সে আমার উত্তর-পুরুষ। আমি হয়েছি, সে হবে। আমি জেনেছি, সে জানবে। আমি জেগে থাকি, সে জেগে থাকবে।" নাটকের শেষাংশে বৃদ্ধ বলেছে, " রঞ্জন মৃত। আমি রঞ্জনের প্রেতাত্মা। আমার মনে রঞ্জনের মনের স্বপ্ন। আমার চোখে রঞ্জনের চোখের জ্বালা। আমার এ ঘর রঞ্জনের ঘর। আমার এ রাত রঞ্জনের রাত। সারারাত। সারারাত্তির।" – এভাবে উত্তর পুরুষের সঙ্গে বর্তমান পুরুষ অন্বিত করাই বোধ হয় অ্যাবসার্ড ভাবনার ফসল। বাদল বাবু

'সারারাত্তির' নাটকে জীবনকে নতুনভাবে উপলব্ধ করেছেন।

'কবি কাহিনী'র রচনাকাল ১৯৬৪, প্রথম অভিনয় ২৩ জানুয়ারি ১৯৬৪। এটি একটি 'সিচ্যুয়েশনাল কমেডি'। নাট্যকার এই নাটকে আধুনিক দুর্বোধ্য কবিতা ও ভোটরঙ্গ– দুটি বিষয়কে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন মণি মজুমদার ও চিদানন্দ ব্রহ্মচারীর মাধ্যমে। বাদল সরকারের জীবন অন্বেষার আর একটি ফসল 'প্রলাপ'। 'প্রলাপ' ইতিহাসের মধ্যে জীবন অন্বেষার নাটক। 'প্রলাপ' প্রসঙ্গে নাট্যকার জানিয়েছেন, "প্রলাপ নাটকটির কাঠামোর জন্য আমি একটি বিদেশী নাটকের কাছে (James Scunders) ঋণী, যদিও বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক, সংলাপও আমার নিজস্ব।"– এই নাটকের প্রধান চরিত্র ফটিকই ইতিহাসের মধ্যে জীবন অন্বেষণ করেছে। নাটকে কয়েকটি দৃশ্য রয়েছে, কোন অঙ্ক নেই; জীবনের যেহেতু শেষ নেই, তাই নাটকটিরও কোনো সমাপ্তরেখা নেই। 'পাগলা ঘোড়া' নাটকের ঘটনা ঘটে চলেছে শ্মশানে, যে শ্মশানে নাট্যকারের ভাষায় পুড়ছে 'মেয়েটা'। এই মেয়েটা সাধারণ তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের একটি মেয়ে– এই জন্যই 'মেয়েটা'। মেয়েটা'র কোনো নাম নেই। বাইরের আগুন নয়, মেয়েটা পুড়ছে ভেতরের আগুনেই। হিমাদ্রী, শশী, সাতু আর কার্তিক এবং সাধারণ মেয়েটা'কে নিয়ে নাটকটি গড়ে উঠেছে। এটা কোনো প্রথাবদ্ধ সামাজিক নাটক নয়। 'পাগলা ঘোড়া'র রূপকল্পে মানুষের ভালোবাসার সুতীব্র গতিময়তাই পরিস্ফুট হয়েছে এই নাটকে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে রয়েছে পাগলা ঘোড়া। মেয়েটা জীবনকে ভালোবেসেছিল, জীবনের প্রেমে পাগল হতে চেয়েছিল। নাট্যকারের অনুভবে যেন পাগলা ঘোড়ায় আক্রান্ত মেয়েটা নিজের মধ্যেই নিজে পুড়ে চলেছে। মানুষ মরতে মরতেও বাঁচতে চায়, জ্বলতে জ্বলতে জুড়াতে চায়।

প্রথম পর্বের ১৫ টি নাটক প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লেখা। এই পর্বের শেষ নাটক– 'পাগলা ঘোড়া'। অঙ্গন মঞ্চের প্রথম নাটক 'সার্কাস'। 'ত্রিংশ শতাব্দীতে' এসে নায়ক শরৎকে ইতিহাসের ভয়ঙ্কর ঘটনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন নাট্যকার। 'সার্কাস' (১৯৭০) থেকে 'নদীতে' (২০০২) পর্যন্ত নাটকগুলিতে বাদলসরকার নতুনতর নাট্যদর্শন নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য নাটক 'সাগিনা মাহাতো', 'স্পার্টাকুস', 'মিছিল', 'ভোমা' ইত্যাদি। ১৯৭১-এ 'সাগিনা মাহাতো' অভিনয়ে অঙ্গনমঞ্চের ভাবনা শুরু, 'স্পার্টাকুস'-এ এই ভাবনার পূর্নতাপ্রাপ্তি। এইসব নাটকে কোন নির্দিষ্ট ঘটনার ক্রমিক অনুসরণ নেই, নির্দিষ্ট কোনো চরিত্র নেই, অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও একটি চরিত্রে আবদ্ধ থাকেন না। সৃষ্টির প্রাচুর্যে, বিষয় ও আঙ্গিকের এবং মঞ্চায়নের ধারার বিশশতকের বাংলা নাটকের আলোক বর্তিকা বাদল সরকার-এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :

ক. প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১০ নম্বর।

১. বাংলা নাটকে বাদল সরকারের অবদান আলোচনা করো।

খ. প্রতিটি প্রশ্নের মান-৫ নম্বর।

১. বাদল সরকারের স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করো।

গ. প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২ নম্বর।

১. বাদল সরকারের প্রথম নাটকটির নাম ও প্রকাশকাল লেখো।

২. বাদল সরকারের নাটকের কয়টি পর্ব, পর্বগুলির কালসীমা উল্লেখ করো।